# আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত কোরআন ও হাদীসের নস থেকে বিচ্যুত হয় না

(বাংলা-bengali-البنغالية)

**আল-ইমাম, আল-কাযী আলী বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আবিল ইজ্জ**
**আদ-দিমাশকী আল-হানাফী**
অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

1431هـ - 2010م

islamhouse.com

# ﴿ أهل السنة والجماعة لا يتخلف عن نص القرآن﴾

**(باللغة البنغالية)**

الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي
ترجمة : ثناء الله نذير أحمد

2010 - 1431
islamhouse.com

## আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত কোরআন ও হাদীসের নস থেকে বিচ্যুত হয় না

**আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মূলনীতিঃ তারা কখনো বিশুদ্ধ নস থেকে বিচ্যুত হয় না এবং যুক্তির মাধ্যমে তার মোকাবেলাও করে না, আর না কারো কথার মাধ্যমে। সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন শায়খ - রাহিমাহুল্লাহ-, এবং ইমাম বোখারিও তাই বলেছেন :**

سمعت الحميدي يقول : كنا عند الشافعي رحمه الله، فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي : ما تقول أنت ؟ ! فقال : سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! تراني على وسطي زنار؟! أقول لك : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول : ما تقول أنت؟!

**"আমি হুমাইদিকে বলতে শোনেছি : আমরা শাফি রহ. এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁর নিকট এক লোক এসে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে এরূপ ফয়সালা করেছেন। লোকটি তাঁকে বলল, আপনি কি বলেন? তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ! তুমি কি আমাকে খৃস্টানদের গীর্জায় মনে করছ, ইহুদীদের সিনাগগে মনে করছ, তুমি কি আমাকে পৈতায় মনে করছ?! আমি তোমাকে বলছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করেছেন, আর তুমি বলছ : আপনি কি বলেন?!**

**এ রূপ দৃষ্টান্ত পূর্বসূরীদের বাণীতে অনেক রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,**

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.

**"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না।" (আহযাব : ৩৬)**

**খবরে ওয়াহিদ : উম্মত যদি খবরে ওয়াহিদের উপর আমল ও তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কবুল করে নেয়, তবে তা জমহুর আলেমদের নিকট ইয়াকীনের ফায়দা দেয়। আর এটা মুতাওয়াতিরের একপ্রকার। এ ব্যাপারে পূর্বসূরীদের মাঝে কোনো ইখতিলাফ ছিল না।**

**যেমন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত খবরে ওয়াহিদ :**

إنما الأعمال بالنيات، **["আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ভিত্তিতে।"][১]**

**ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর খবরে ওয়াহিদ :**

نهى عن بيع الولاء وهبته،

**["রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা সম্পদ বিক্রি ও হিবা করতে নিষেধ করেছেন।"][২]**

**আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুর খবরে ওয়াহিদ :**

**لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالته،**

**" নারীকে তার ফুফুর সাথে বিবাহ করা যাবে না এবং না তার খালার সাথে।"[৩]**

---

[১] বোখারি : (১/৭,১৫ও১২৬), (৫/১১৭), (৭/১৭৭), (৯/১০০), (১১/৪৯৬), (১২/২৯০); মুসলিম : (১৯০৭); আবু দাউদ : (২২০১); তিরমিজি : (১৬৪৭); ইবনে মাজাহ : (২৪২৭); নাসায়ী : (১/৫৮,৬০); আহমদ : (১/২৫,৪৩)

[২] বোখারি : (৫/১২১) ও (১২/৩৭); মুসলিম : ((১৫০৬); আবু দাউদ : (২৯১৯); তিরমিজি : (১২৩৬); ইবনে মাজাহ : (২৭৪৭); মালেক : (২/৭৮২); দারামি : (২/৩৯৮)

**অনুরূপভাবে তার বাণী :**

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،

**"দুগ্ধ পান করার কারণে তাই হারাম হবে, নসবের কারণে যা হারাম হয়।"[৪]**
**এরূপ আরো দৃষ্টান্ত। যেমন,**
**এটা সে সংবাদ বাহকের মত, যে মসজিদে কুবাতে এসেছিল এবং সংবাদ দিয়েছে যে, কেবলা কাবার দিকে পরিবর্তন হয়ে গেছে, ফলে তারা সকলেই সে দিকে ফিরে গেল।"[৫]**

**রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বার্তাবাহক (দূত) একজন করে প্রেরণ করতেন। তিনি পত্রাদি একজনের মাধ্যমেই প্রেরণ করতেন। যাদের কাছে প্রেরণ করা হত, তারা কখনো বলত না : আমরা তা কবুল করব না; কারণ, তা খবরে ওয়াহিদ!**

**আল্লাহ তাআলা বলেছেন,**

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

**"তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।" (সূরা তাওবা : ৩৩)**
**সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, আল্লাহ তাঁর দলীল ও প্রমাণগুলো নিজ মাখলুকের জন্য সংরক্ষণ করবেন, যাতে সেগুলো (দলীল ও প্রমাণ) বাতিল না হয়ে যায়।**

**এ জন্যই যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পর মিথ্যারোপ করেছে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেছেন এবং মানুষের কাছে তার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বলেন :**

ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث.

**"যে হাদীসে মিথ্যা বলে, আল্লাহ এমন কাউকে গোপন করেননি।"**
**আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেছেন :**

---

**[৩] বোখারি : (৯/১৩৮,১৩৯); মুসলিম : (১৪০৮); মালেক : (২/৫৩২); আবু দাউদ : (২০৬৫); তিরমিজি : (১১২৬); ইবনে মাজাহ : (১৯২৯); নাসায়ী : (৬/৯৬,৯৭); আহমদ : (২/২২৯), (২/৪২৩), (২/৪২৬), (২/৪৩২), (২/৪৭৪), (২/৪৮৯), (২/৫০৮), (২/৫১৬) আবু হুরায়রার সূত্রে।**

**[৪] এ শব্দেই বর্ণনা করেছেন- বোখারি শাহাদাত অধ্যায়ে : (৫/১৮৬); ইবনে মাজাহ : (১৯৩৮); আহমদ : (১/২৭৫) ও (১/৩৩৯); নাসায়ী : (৬/১০০); এবং মুসলিম : (১৪৪৭) ইবনে আব্বাসের সূত্রে। মুসলিমে বর্ণিত শব্দ হচ্ছে :**

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم

**"দুগ্ধ পান করার কারণে তাই হারাম হয়, যা রেহমের কারণে হারাম হয়।"**

**বোখারি : (৫/১৮৬), (৯/১১৯,১৩৯,২৯৫); মুসলিম : (১৪৪৪); আবু দাউদ : (২০৫৫); তিরমিজি : (১১৪৭); দারামী : (২/১৫৬); মালেক : (২/৬০১); নাসায়ী : (৬/৯৯); আহমদ : (৬/৫১,৬৬,৭২,১০২,১৭৮) এ হাদীসটি তিনি আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার সূত্রে নিম্নের শব্দে বর্ণনা করেছেন :**

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

**"দুগ্ধ পান করানোর কারণে তাই হারাম হয়, যা জন্মের কারণে হারাম হয়।"**

**[৫] বোখারি সালাত অধ্যায় : (১/৪২৪), বোখারি, তাফসীরে সূরাতিল বাকারা : (৮/১৩১); মুসলিম মাসাজিদ অধ্যায় : (৫২৬); মালেক : (১/১৯৫); শাফেয়ী ফীর 'রিসালাহ' - ফেকরা : (৩৬); আহমদ : (২/১৬,১১৩); নাসায়ী : (২/১৬); দারামী : (১/২৮১); সবাই ইবনে ওমরের সূত্রে, তিনি বলেন,**

بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاءهم آت، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة ، فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة.

**"একদিন লোকেরা সকালের সালাত মসজিদে কুবায় আদায় করতে ছিলেন, আকস্মাৎ একজন আগন্তুক তাদের নিকট উপস্থিত হল। সে বলল : আজ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তাকে কাবার দিকে ফিরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অতএব তোমরা সে দিকে ফিরে যাও। তাদের চেহারা ছিল শামের দিকে, তারা সবাই কাবার দিকে ফিরে গেল।"**

لو هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث، لأصبح والناس يقولون : فلان كذاب.

**"কোনো ব্যক্তি যদি সমুদ্রের মধ্যেও ইচ্ছা করে যে, হাদীসে মিথ্যা বলবে, সকাল হতে না-হতেই লোকেরা বলবে : অমুক মিথ্যুক।"**

**খবরে ওয়াহিদ যদিও সত্য-মিথ্যার সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু সহীহ খবর ও দুর্বল খবরের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা কেউ অর্জন করতে সক্ষম হয় না, যতক্ষণ না সে তার অধিকাংশ সময় হাদিস ও তার বর্ণনাকারীদের জীবনী অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে; যেন সে তাদের কথা, কর্ম, সীমালঙ্ঘন ও বিচ্যুতির ব্যাপারে তাদের কঠিন সতর্কতা সম্পর্কে অবগতি হাসিল করে। তারা ছিলেন এমন অবিচল, যদি তাদের হত্যাও করা হত, তবুও কাউকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বানোয়াট কথা বলার ব্যাপারে আপোষ করানো যেত না। আর না তারা স্বেচ্ছায় নিজেরা এমনটি করেছেন। তারা সেভাবেই আমাদের কাছে দীন পৌঁছিয়েছেন, যেভাবে তাদের কাছে পৌঁছেছে। তারা ইসলামের অগ্রপথিক এবং ঈমানের ঝাণ্ডাবাহী। তারা হাদীসের সমালোচক ও তার স্বর্ণকার, তথা যাচাই বাচাইকারী। কোনো ব্যক্তি যখন তাদের এ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবে, তাদের সত্যতা, তাকওয়া ও আমানতদারী যাচাই করবে : তারা যা পৌঁছিয়েছেন ও বর্ণনা করেছেন সে ব্যাপারে তার ইলম আরো স্পষ্ট ও বৃদ্ধি পাবে।**

**ন্যূনতম বিবেকের অধিকারী ব্যক্তিও জানে, নবীর অবস্থা, সীরাত ও আখবার সম্পর্কে আহলে হাদিসদের নিকট যে ইলম ও জ্ঞান রয়েছে, সে সম্পর্কে অন্যদের অনুভূতিও নেই, ইলম ও ধারণা থাকা তো পরের কথা। যেমন সীবৃওয়ায়েহ ও খলীলের অবস্থা ও তাদের বাণী সম্পর্কে নাহুবিদদের নিকট যে তথ্য রয়েছে, তা অন্যদের নিকট নেই। আর ডাক্তারদের নিকট (Hippocrates / بقراط) হিপাক্র্যাটিজ ও (Galen/جالينوس) গ্যালিনদের যে বাণী রয়েছে, তা অন্যদের নিকট নেই। প্রত্যেক পেশার লোকই নিজ পেশা সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখে। যদি আপনি মুদী দোকানীকে আতর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন, অথবা আতর বিক্রেতাকে কাপড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তবে তাকে বড় মূর্খতা জ্ঞান করা হবে।**

**কিন্তু নুফাত তথা আল্লাহর সিফাত অস্বীকারীরা আল্লাহ তা'আলার বাণী,** (ليس كمثله شيء) **"তাঁর মত কিছু নেই।" (শুরা : ১১)-কে সহীহ হাদিসসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার হাতিয়ার বানিয়েছে। যখনই তাদের কাছে তাদের মতবাদ ও তাদের চিন্তা ও কল্পনা প্রণীত মূলনীতি বিরুদ্ধ কোনো হাদিস পৌঁছে, তখন তারা** (ليس كمثله شيء) **আয়াত দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করে। এটা তাদের একটি প্রতারণা, এবং যাদের অন্তর তাদের চেয়েও বেশি অন্ধ, তাদেরকে ধোঁকা দেয়া। আর সঠিক স্থান থেকে বিচ্যুত করে আয়াতের অর্থসমূহে বিকৃতি সাধন করা।**

**তারা সিফাতের হাদিস থেকে এমন কিছু বুঝেছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যার ইচ্ছা করেননি এবং ইসলামের কোনো ইমাম বুঝেননি। আর তা হচ্ছে মাখলুকের সিফাতের সাথে সামঞ্জস্যতা দাবি করে! আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করা, অতঃপর তারা ভ্রষ্টতার উপর দলীল পেশ করেছে** (ليس كمثله شيء)**। এর ফলে দু'টি নসের মধ্যেই বিকৃতি ঘটে!! তারা অনেক কিতাব প্রণয়ন করে আর বলে : এটা দীন ইসলামের মূলনীতি, যার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন এবং যা তাঁর পক্ষ থেকে এসেছে। তারা অনেক কোরআন তিলাওয়াত করে আর তার অর্থ আল্লাহর উপর**

**ন্যস্ত করে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন এখানে আল্লাহর এটাই উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে তারা চিন্তা করে না।**
**অথচ আল্লাহ তা'আলা এ তিনটি স্বভাবের কারণেই পূর্বেকার কিতাবীদের নিন্দা করেছেন এবং তাদের ঘটনা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। যেন আমরা উপদেশ গ্রহণ করি এবং তাদের পথ অনুসরণ করা থেকে সর্তক থাকি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,**

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون .

**"তোমরা কি এই আশা করছ যে, তারা তোমাদের প্রতি ঈমান আনবে? অথচ তাদের একটি দল ছিল যারা আল্লাহর বাণী শুনত অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত জেনে বুঝে। (৭৫) আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। আর যখন একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, 'তোমরা কি তাদের সাথে সে কথা আলোচনা কর, যা আল্লাহ তোমাদের উপর উম্মুক্ত করেছেন, যাতে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে ? তবে কি তোমরা বুঝ না'? (৭৬) তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, তা আল্লাহ জানেন?(৭৭) আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর, তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া কিতাবের কোনো জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে।" (বাকারা : ৭৫-৭৮) আয়াতে বর্ণিত 'আমানিয়্যা' : অর্থ শুধু তিলাওয়াত।**
**অতঃপর তিনি বলেন,**

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

**"সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে। তারপর বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে', যাতে তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা লিখেছে তার পরিণামে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস।" (বাকারা : ৭৯)**
**আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন, কারণ তারা যা লিখেছে, তা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছে এবং তার দ্বারা তারা উপার্জন করেছে। দু'টো স্বভাবই খারাপ : আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নয়, তা আল্লাহর দিকে নিসবত করা এবং তার মাধ্যমে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা, যেমন সম্পদ অথবা নেতৃত্ব। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন নিজ দয়ায় আমাদেরকে কথা ও কাজে বিচ্যুতি থেকে হিফাজত করেন।**
**শায়খ রহ. তার কথা** (من الشرع والبيان) **"শরিআত ও ব্যাখ্যা।" এ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা সহীহ সনদে প্রমাণিত, তা দু'প্রকার : মূল শরিআত এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যা বিধিবদ্ধ করেছেন তার ব্যাখ্যা। তা সব হক, অবশ্য অনুকরণীয়।**